সামান্য কামিনী ফুল

BANGLADARSHAN.COM

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরের জন্য অপেক্ষা

মুহূর্তগুলি বড় সুন্দর
তাকে যেখানে সেখানে রাখতে চাইলে সে
মন খারাপ করে
মেঘ পাহাড়ের দেশে যেতে চায়
ঋতুচক্রের পাশে পাশে যতদূর সে যাবে
একটা হঠাৎ পাওয়া স্বরলিপি নিয়ে সে গান গাইতে পারে

মুহূর্তগুলি বড় সুন্দর
সুন্দরের আর একদিকে পাশ কাটানোর পঞ্চতীর্থ
সেই পথে এগোতে এগোতে দেখবে
ধুলো উড়ছে হাওয়াকে সঙ্গে নিয়ে
মাথার ওপরে দিনের সূর্য
ক্রমশ নেমে আসছে নিচে
এখনো কিছুটা সময় রয়েছে
এখনো সুন্দরের জন্য সবাই মিলে অপেক্ষা করা যায়

মুহূর্তগুলি বড় সুন্দর
ঘরবাড়ি মানুষজন সময়ের ডাক
এসবই পাশাপাশি থেকে তোলপাড় করে
দিনে রাতে যেটুকু সংবরণ
সারাজীবন তার ভিতর দিয়েই সুন্দর টিকে থাকবে

BANGLADARSHAN.COM

এখনো সময় আছে

আমার চোখের সামনে রোজ অনেক কিছু ঘটে যায়
কেউ কেউ নানা রকমের অনুযোগ নিয়ে
আমার কাছে আসে
অনেকেই ভাবে যে প্রত্যক্ষতার বিজ্ঞতা নিয়ে আছি
আমি হয়তো সামাল দেবার একটা দুটো
পথ বাতলে দিতে পারি

এতদিন ধরে এ পাড়ায় বাস করছি
কথায় আর কাজে আমার তেমন নড়ন চড়ন নেই
আমার অনেক কথাতেই অনেকে বিরক্ত হয়
আমার অনেক কাজে কেউ কেউ এসে আমাকে শাসায়
যে সব ছেলেরা আমার চলমান জীবন দেখেনি
তারা সব কিছুতেই দুয়ো দিতে চায়

BANGLADARSHAN.COM

আমি দূর থেকে সব দেখি
যারা এতদিন আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে
তারাই হঠাৎ পঞ্চমুখ হয়ে
একদিন দরজার কড়া নাড়ল
সটান পাল্লা সরিয়ে সঙ্গে নিয়ে এল হাওয়া
এখনো সময় আছে
যে কোনো কথাই শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার জন্যে
তারাই আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে বলল

এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সবার সব কিছু আমি স্পষ্ট বুঝতে চাই

পাতা

যে পাতা অসময়ে ঝরে পড়ে বিনীত ধুলোর ওপর সেখানে
অজান্তে কোনও মাঙ্গলিক আঁকা হয়
সামান্য অসূয়া নিয়ে কেউ কোনওদিন এসে যদিও দাঁড়ায়
এ উঠোনে
সেও মগ্ন হয়ে দেখবে
এখানেই একদিন ছেলেবেলা ধুলো খেলেছিল

খিরীষ গাছের ছায়া আড় হয়ে পড়েছিল ধুলোর ওপর
মধ্যহিংলীর মাঠে একদিন খুব খেলা হয়েছিল যেদিন হোলির রঙ মেখে
একটা রবিবার আমরা দলবেঁধে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়ালাম
আনন্দী বহুরূপী হয়ে
সেদিন থেকেই অসময়ে ঝরে পড়ছে পাতা
যেন সময় একটু একটু ক্লান্ত হয়ে মিশে যাচ্ছে ধুলোয়
পুরনো মলিন সম্পর্ক আরও একবার যদি
ঝরে পড়া পাতাদের পাশাপাশি থাকে
সে সময়ের কিছু ভুল আবার সতেজ হয়ে
দৈবের কাছাকাছি আসে
তাদের যত্ন করে রেখে দিই এই ভেবে
হয়তো একদিন
সে সবই জীবন থেকে সত্যি বেছে নিয়ে পাতাদের কাছাকাছি যাবে

BANGLADARSHAN.COM

সামান্য সময়

যাকে চাই
তাকে দেখতে না পেলে
মনে হয়
নিঃসঙ্গ বিকেলের
কয়েকটি সত্য জানা হল না
কীভাবে কথার ফাঁকে
একটু জায়গা খুঁজে নেওয়া
সামান্য সময়ের ধুলো লেগে থাকা
বসার আসনে থাকে ঘনিষ্ঠ উত্তাপ

এমন কল্পনা নিয়ে
যদি একদিন কেউ তোমার কাছাকাছি আসে
যার চোখে মুখে নীরোগ সৌন্দর্য
চাল ধোয়া জলের মতো স্বচ্ছতা ছড়িয়ে
সেও জানে তুলনীয় হতে

যাকে চাই
তাকে দেখতে পেলে
আরও কয়েকটি পংক্তি এসে
আমাকেই নিঃসঙ্গ করে দিত

BANGLADARSHAN.COM

আহ্লাদে মেতে থাকি

সামান্য সুখের জন্যে
কেউ কেউ হাহাকার করে
অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে কেউ কেউ ভাবে
যা হওয়ার তাই হবে
তবে কেন অযথা ভাবনা ভেবে
কিছুই হলো না কিছুই হলো না করে
চুপচাপ নির্বিরোধ থাকে

সামনে পিছনে দুর্নিবার আকর্ষণ যাকে টানে
সেই জানে
চড়াই পেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ

এই বেঁচে থাকা
এই খর্বুটে জীবন নিয়ে
আর্তকণ্ঠে নীল বিষপান
যেন মনে হয়
জীবন মানে তো শুধু নয় স্রোতের প্রবাহ
যখন যেদিকে খুশি
ভেসে যাওয়া যাবে

এসব ভেবেই আমি চুপচাপ থাকি
নিজেও নিজের ভবিতব্য মানি
সুন্দরের পৃথিবীতে যখন যেটুকু সুখ পাই
তাই নিয়ে আহ্লাদে মেতে থাকি

BANGLADARSHAN.COM

একটা কোন টান

সারাদিন
এলোমেলো হাওয়া ছাড়া
আর কোনো পরিবর্তন নেই
নেই ছেয়ে থাকা মেঘ
অথবা ঝরেও পড়েনি
বৃষ্টির কণা
ধুলো ওড়ে শুধু
ক্রমশ দুপুর গড়িয়ে যায় বিকেলের দিকে

বিকেলেও
সেই এলোমেলো হাওয়া
মেঘ জমে বৃষ্টির ফতোয়া দিয়ে
ক্রমশ তারই টানে
বৃষ্টি নামে
জলের প্রবাহে ধুয়ে যায় পুরনো শিকড়

আমি তুমি সবাই রাত জাগি
পাড়ের বসত থেকে
একে একে নেমে আসে যারা
তারাও আমাদের মতো
রাত জাগে
আর ভাবে ভেসে আসা ঝিনুকে
মুক্তোও থাকতে পারে

BANGLADARSHAN.COM

পাকা ফল ও ডুমো মাছি

পথের ওপরে পড়ে আছে একটা পাকা ফল
যার গায়ে একটি নীলচে ডুমো মাছি
উড়তে উড়তে তার খয়ের বর্ণ চোখ থেকে
এক জটিল নীলাভ আলো বেরিয়ে এসে
ফলের অপরূপ উষ্ণতা ছিনিয়ে নিল

শুধু এইটুকু নয় আরও গভীরে
তার চোখ এতটাই সেঁধিয়ে গেছে যেন এক
হন্তারক কিংবা প্রেমিক
অভ্যাসবশত তাকে কিছুটা অধীর করেছে

এখনও ফলের ওপরে বসে আছে
দু'মুহূর্ত চঞ্চল হয়ে ডানার আড়ালে
জমে ওঠে স্বভাবসিদ্ধ এক খেলা
একটু একটু করে আচ্ছন্নে জড়ানো
সমানুকম্পন অনুভব করে
একে অপরের প্রতিভূ হতে চায়

BANGLADARSHAN.COM

প্রবহমান

ভাসো কচুরিপানা জলে ভেসে যাও

একা এই ঘরে
দুপুরের ভয়
কে থাকবে পাশে
কার হবে জয়

এ এক মজার খেলা এস এম এস করা
কথার ভিতরে প্রেম বাকি মস্করা
টেলিফোন সেই স্বর
ভেবে নেওয়া অনুভব
যেটুকু গোপন আর
বাকিটা কলরব

BANGLADARSHAN.COM

যা যা বসে ভাবি জানিনা কীভাবে তা ঘটে
আড়ালে জ্যোৎস্না দেয় আলো ফটফটে

জলের কিনারে একা
আমি চলে আসি
পথ আমাকে টানে
আমি নাগা সন্ন্যাসী

ভাসো কচুরিপানা জলে ভেসে যাও

অসম্মানের কালো চাদর

তোমাদের সবাইকে ডেকে বললাম
এবার আমার কথা শোনো
এখন আমাদের মিলিত হওয়ার
সময় এসেছে
সমস্ত জীবন কাটানোর পর
এখন কথা বলো
যাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানালে
তাদের নীরব অসম্মান আর উপেক্ষা
এখন যেন
একটা কালো চাদরে ঢেকে দিয়েছে

নিরন্তর নিজেকে খুঁড়তে খুঁড়তে
এক সাংকেতিক শব্দ শোনার অপেক্ষা
বারবার জাগিয়ে রাখে
অথচ তুমি নিজেকেই দেখতে পাও না
এই অদেখার ভিতর দিয়েই
বাইরের পৃথিবী
ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে
তোমার ব্যবধান
আঁধারে ধাবমান সময়কে সঙ্গে নিয়ে
তোমাকে একা করে দেবে

আমার কথা শোনো
এতদিন যে পথ গ্রহণ করনি
সেই পথে এসো
সম্পূর্ণতার অনিঃশেষ দান সবাই মিলে তুলে নেবো

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে সামান্য দাও

এই নাও সম্পূর্ণ অনিত্যের দু’এক টুকরো
হাতে তুলে নাও
তুলে নিয়ে সামান্য গঙ্গাজল দিয়ে তাকে
শুদ্ধ করে তোল
যা কিছু সঞ্চয় তা থেকে সামান্য দাও
অনুগমনের দরজা খোলা রেখে
সামনে এগিয়ে গেলে
দেখা হবে অন্য কোনো অন্তহীন পথে
সে পথে থাকবে না কেউ কোনো বন্ধু পরিজন
আত্মীয়সভায় যারা এতদিন ছিল
তারাও বুঝেছে এসব সত্যি অর্থহীন

তবু আছি
একান্ত পাগল যেভাবে থাকে একা
সারাদিন শুধু খোঁজে প্রবীণ পাহারা
আনন্দ ও তৃপ্তিতে শুধু হাসে সারাদিন
স্পর্শ করে না কোনো বোধের সংক্রমণ
তবু থাকি কাছাকাছি
ভাবি সামান্য অনিত্য থেকে
যদি কিছু দিতে পারি

BANGLADARSHAN.COM

কোথাও বিরোধ নেই

অন্যমনস্ক আছি বলে জাগতিক কোনো শব্দ
শুনতে পাবো না
এমন হবে না
বিস্ময় অন্তহীন হলেও
ক্ষয়াটে বিরোধ নেই
তবু মটকা মেরে রয়েছি এখনো
মাঝে মাঝে ভাবি
এত অদ্ভুত ডালপালা প্রতিদিন
গজাচ্ছে শরীরে
বীজের উদগমের মতো বের হচ্ছে কচিপাতা
তারাও জানে না
সহজ নিয়মে এসব হওয়ার নয়

BANGLADARSHAN.COM

চৈতেন্যের পাশ ফিরে যতই ভিতরে যাই
ততোই অন্ধকারে অদ্ভুত দীর্ণ শব্দ শুনি
মনে মনে পাতা উল্টে দেখে নিই
আমার জীবনী
সেখানেও খর্বুটে আত্মারা আমারই সঙ্গে বসে
পড়ে ফেলে অক্ষরের লেখা
মনে হয় এখনো রয়েছি বেঁচে
জেনে গেছি এইসব খেলার নিয়ম

মেঘের দরজা খুলে

তার অনুপস্থিতিতে এই ঘর ক্রমশ যেন নিজের হয়ে ওঠে
এতটা নিস্তব্ধের কাছাকাছি থেকে মনে হয়
বিশাল ছড়ানো অবকাশে মাঝে মাঝে শুনি অনেক চেনা শব্দ
যেন মনে হয় ভুল ভেবে সেইসব শব্দের ভিতরে পাই অন্য আবিষ্কার আর
অন্ধকার কখন নিঃশব্দ বিড়ালের মত লাফ দিয়ে নামে
মেঘের দরজা খুলে স্রোতস্বিনী হয়ে বৃষ্টির ঢল
যেন বিদ্রূপে হঠাৎ ভাসিয়ে দূরে ঠেলে দেয়
যুগান্তের নিটোল সত্যিগুলো এ সময়ে আমার খাতার ভাঁজ থেকে
বের হয়ে আসে
এখনই সময় হয়েছে নিজেকে যাচাই করার আর অক্ষরের পাঠ নিতে নিতে
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভালো মানুষের মুখোশ পরে ভাবি

আমার গোপন কথাগুলির অক্ষরেরা কতদিন বাঁচে

BANGLADARSHAN.COM

আমার লেখা

অনেকটা লিখে ফেলার পর আমি টের পেলাম
এতক্ষণ বানিয়ে বানিয়ে যতগুলি লাইন লিখেছি
যতগুলি অক্ষর সাজিয়েছি
তার জন্য
কষ্ট হচ্ছে
আমার হাতের ওপর
গ্রহনক্ষত্রের কাল
আমার আঙুলগুলি লোভহীন
আমার বেঁচে থাকার জন্য
এক দৃশ্যমান পৃথিবীকে আমি
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চাই

আমি এখন তোমার মতো নয়
আমি এখন নদীর মতো দুইপারে দুই খেলা
আমি এখন জাগরণ
আমার হাতেই তৈরী হচ্ছে অক্ষর
লাইনের পর লাইন
তবু আমার কষ্ট হচ্ছে

BANGLADARSHAN.COM

সবাই চলে যাচ্ছে

আমি দেখতে পাচ্ছি কেউ কেউ
আমার সঙ্গে কথা না বলার জন্যে
রাস্তা বদলে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে
আমি নাম ধরে দূর থেকে ডাকলেও
না শোনার ভান করছে
অথচ কারও সঙ্গেই আমার কোনো ভিন্ন অনুষঙ্গ নেই
বোঝাপড়ার একটা তাল আছে

আমি বুঝতে পারছি
সমস্ত সকাল জুড়ে ছুটির দিনে যেখানে আমাদের
আড্ডা ছিল
সেখানে উপস্থিত হলেও আগের মতো
উষ্ণতা পাচ্ছি না
আমি বুঝতে পারছি
সবারই ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রণা আছে
অথচ কেউ কোন ঘটনার জন্যে
সামনে এসে দাঁড়াবে না

আসলে মাঝে মধ্যে দেখা হলেই ভালো লাগে
কথা হলে প্রত্যেক কথা থেকেই
কে কেমন আছে জানতে পারি
কেউ কারও অনুজ্ঞা পালন করবে তেমন নয়
তবু এই এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে যে ব্যস্ততা
তেমনভাবে আমরা কেউ ব্যস্ত ছিলাম না

আমরা প্রতিদিনের সবকিছু বিনিময় নিয়ে
কোনও দিন মাথা ঘামাইনি
আমরা ভেবেছি আমাদের কথপকথন শুধু
আমাদেরই ধরে রাখবে
কারও দাক্ষিণ্য কোনদিন আমাদের হাত পেতে নিতে হবে না

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের কবিতা হবে গর্জন-সত্তরের
হৃৎপিন্ডের আড়ালে থাকা আগ্নেয় কণা
এখন বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে
আবহমানের কাল
দুহাতে অন্ধকারের কালো সরিয়ে
এক পা দুপা করে এখনো
ভবিতব্যের দিকে যেতে চাই
কোনো সম্মোহনেই সেই সব আগ্নেয়কণা
বুকে ধারণ করতে চাইনা
যে কোনো তথ্যসূত্র এখন তাই
অহেতুক মনে হয়

এসব ভাবলেও এখন সবই যেন দ্বিখন্ড
এক জায়গায় মিলিত হলেও যেন এক ব্যবধান
ক্রমশ এক দূরত্বের সীমারেখা পার করে দিচ্ছে

BANGLADARSHAN.COM

শরীর ছেড়েছে অনেক

যতটা দেবার ঠিক ততটাই দিতে পারি
তার বেশি নয়
যেদিন উদার হব সেদিন দুঃখ দূর করে
গাইবো সফল গান
তার সুরে ভাসাব
পৃথিবীকে
যেন অফুরন্ত প্রাণ

আমিও শুনেছি অনেক
দেখেছি তারও বেশি
যে বল্কলে ঢেকেছি শরীর তাকে
নিয়ে কত টানাটানি
জানি অসতর্ক হলে
একদিন
জুড়ে বসবে অসহায় গ্লানি

BANGLADARSHAN.COM

শরীর তো ছেড়েছে অনেক
সবাই তো দূর থেকে দেখে
খর্বুটে স্বভাবের যারা কাছে আছে
তাদেরও কেউ কেউ হতে চায়
স্বভাবে আমিরি
দূর থেকে যতটাই শেখে

নিজের দেশ বলে মানি

ক্রমশ সরে যাচ্ছি দূরে
ভয় ও ভাবনা থেকে
যতটা দূরে থেকে
নিত্যকর্মগুলি সেরে নেওয়া যায়
ঠিক সে রকমই করি আমি

দেশ ছেড়ে দশের সম্পর্ক ছেড়ে
একদিন বসতের স্বপ্ন চোখে নিয়ে
জন্মভিটের মাটিকে তিলক করে
পরম তৃপ্তি নিয়ে
পা রেখেছি
অন্য আর এক দেশে
স্পর্শ পেয়েছি ভিন্ন মাটির

BANGLADARSHAN.COM

মাটি তো সবই এক
শুধু বদল দেখি রঙে
কোথাও বালিময় কোথাও এঁটেল
কোথাও বাউল গেরুয়া
মনে মনে তাদেরও বন্দনা করি
ভাবি যেটুকু অতৃপ্তি এখনো আছে তাকে
যত দ্রুত পারি দিই সরিয়ে

এখন আর ভাবনা করি না
যেখানে থাকি তাকেই নিজের দেশ বলে মানি

সকলের সব হয় না

এক জন্মে তোমার সবকিছু হবে
এমন তো কোন কথা নেই
কতোকালের আশা তবু বুকের ভেতর
অনেকেই পুষে রাখতে ভালোবাসে
এজন্মে হলো না
আর এক জন্মে হতে পারে
এমনও কেউ কেউ ভাবে
আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মতো চিরকালীন এই সত্যি
বুকে রেখে
মানুষ বাঁচতে চায়
তুমিও তাই
তোমাকে সবাই ভালোবাসে
তোমাকে কেউ কেউ মায়াবী জলুষ দেখাবে বলেছিল
তোমার জন্যে গোপনে প্রার্থনা করে
এমন কোন নারীকে তুমি দেখোনি
অথচ সে কিন্তু আছে
সে তোমার মতো এমন এক মানুষের জন্য পথ চেয়ে অপেক্ষায় ছিল
মাঝে মাঝে দিন বদলের অসীমে চেয়ে থাকতে থাকতে
সেও ভেবেছিল
যে কোন এক নিঃশব্দ সূর্যাস্তে
তুমি ফিরে আসবে
এখন তোমার মধ্যে এক অন্য পরিবর্তন খেলা করছে
মনে মনে ভাবছো
পূর্বজন্মে এরকমই কাউকে আমি চেয়েছিলাম
যার জন্য আমার এতটা ঝলসে ওঠা
জীবন ছিল
সেই ঝলসানির ভেতরের স্ফুলিঙ্গ

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে কোনদিন ছোঁবে না

আমাকেও না

এজন্মে না হলেও

আর এক জন্মে এই অনৈতিহাসিক কথাগুলি সত্যিও হতে পারে

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বর আমাকে চেনে

আমার কোন দীর্ঘজীবনী নেই
কেননা নদীর মতোই শুধু বহমান
একে তো স্রোতস্বিনী বলা যাবে না
ঈশ্বর আমাকে চেনেন
আমি আমপাতার মুকুট মাথায় দিয়ে
একবার রাজা সাজতে চেয়েছিলাম
সেখানেও ঈশ্বরের ভ্রূকুটি দেখে
আমি সাবধান হয়েছিলাম
ঈশ্বর আমাকে চেনেন
নদীর মতই বহমান জীবনে
এখন অনন্ত ভাটার সময়
আমি দেখতে পাই
মাটি সরে যাচ্ছে
চর উঠছে জেগে
শিকড় আঁকড়ে ধরেছে মাটি

আমার কপালেও অনেক দুঃখ লেগে আছে
মুকুটের পাতা খসে পড়ছে
কোন প্রতিযোগিতায় আমি যোগ দেবো না
আমি ভুলতে পারি না
অনেকের মাঝখানে
ঈশ্বর আমাকেই স্পষ্ট দেখলেন
যে পাকদণ্ডী বেয়ে কোনদিনই আমি
নীচে নামতে পারিনি
তেমন অবস্থা থেকে তিনিই টেনে তুলবেন
আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে হাঁটবেন

BANGLADARSHAN.COM

বেজে ওঠো একবার

সবার কাছে প্রিয় হওয়ার মন্ত্র আমি শিখিনি
কথা ছিল একদিন
সকলের সামনে দাঁড়াবো
অথচ চেনা রাস্তা ধরে সামান্য
এগিয়ে দেখি
সব শুনশান
যেখানে সামান্য কলরব উঠলে
এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে
সবাই বেরিয়ে আসতো
মানুষের ঢল দেখা যেত
যেন এরকমই হবে সবাই জানতো

এখন এত শান্ত এ রাস্তা কেন কে জানে
মানুষের স্বভাব পালটে গেছে এত সহজে
তাই এখন কলরোল উঠলে কেউ আর বেরিয়ে আসে না
শুধু আমি ফিরে আসি
ঘোরের মধ্যে আমি তাদেরই খুঁজি
বলতে চাই বেজে ওঠো অন্তত একবার
তার বেশি নয়

BANGLADARSHAN.COM

এমন এক বাতাস

একদিন আচমকা এক ঝড়ো বাতাস এসে ঘরের সব কাগজপত্র
উড়িয়ে নিল
আমি ভাবলুল এ কী অলুক্ষণে বাতাস হঠাৎ বয়ে এল
ভাবতে ভাবতেই আবার সেই বাতাস
কাগজে পরদিন দেখলুম সাইবেরিয়া থেকে এমন এক বাতাস
গ্রাম শহর নদী পাহাড় জঙ্গল মরুভূমি কৈলাশ মানস
পার হয়ে ক্রমশই এগোতে এগোতে এই কলকাতা শহরে
ঢুকে পড়েছে এবং
শুধু আমার নয় অনেকের বাড়িতেই যখন তখন ঢুকে পড়ে
এমন কান্ড করছে যা বলার নয় আর যা বলা হচ্ছে সবই
শুনছি আকাশবাণী থেকে আর দূরদর্শনে

এইমাত্র দূরভাষ বেজে উঠল
কথা বলব একটা শব্দ করতেই ওপাশে মেয়েলি গলা
কী ব্যাপার বলো তো
তোমাদের ওদিকেও হচ্ছে
এমন বাতাস আর কতদিন থাকবে
এই যখন তখন আসছে আর তছনছ সব কিছু
আমার শাড়ি এমন উড়িয়ে নিল কী লজ্জা কী লজ্জা

আমি বললুম মন্দ কী
শুধুই তো বাতাস অন্য কিছু নয়
তারও তো কাউকে না কাউকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়

কী বলো

BANGLADARSHAN.COM

গাছেদের জন্মদিন

পাতাগুলির জেগে ওঠার সময়ে এক সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পেলাম
যখন এমন করে কোন পংক্তি মনে এলো
যেন বুঝতে পারছি আজ তবে কোনো কোনো গাছের জন্মদিনের
সূচনা হচ্ছে
তবে আর দেরি নয় নাচ রে হৃদয় নাচ রে
একথা মনে করে নতুন পাতাগুলির দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে
এক অদ্ভুত গানের সুর যেন দূর অতীত থেকে ভেসে এলো

আমি গতরাত্রির কথা ভাবতে থাকি
ভেবে ভেবে নিঃশব্দ প্রহর গুনতে গুনতে অনুভব করেছি
একদিন স্নিগ্ধ পৃথিবীর রূপ দেখতে দেখতে এক মসৃণ ছায়ালতা জড়িয়ে
যেন দাঁড়িয়ে আছি
কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুই জানি না
আমার সামনে পিছনে অনেক মানুষ হেঁটে আসছে
কেউ কেউ কোনো নতুন চারাগাছটির পাতার দিকে চেয়ে
নিজের ছোটবেলার ছবি দেখছিল

আমার নিজের ভেতরেও তখন অসংখ্য নতুন পাতার জন্ম হচ্ছে

BANGLADARSHAN.COM

কয়েকটি চড়ুই

কয়েকটি চড়ুই জানলার ধারে বসে আছে
এত অর্থহীন হইচই তাদের একটুও পছন্দের নয়
একটা সময় সবাই শান্ত হয়ে থাকবে

যে পাখিগুলি এতক্ষণ দূর থেকে সব দেখছিল
তাদের নিজস্ব একটা দল আছে
সবাই ভাবে আহিরীটোলা থেকে
কেউ কেউ গলফগ্রিনের কুয়াশা পেরিয়ে যাচ্ছে

আমি ঘরে বসে ওদের সবাইকে দেখি
ওদের কথার সঙ্গে কোলাহলের সঙ্গে মিশে থাকি
ওদের প্রত্যেকের মুখের ওপর ভবিষ্যতের ছায়া
ওরা কেউ আমাকে দেখতে পায় না
আমি সব কিছু দেখতে দেখতে ভাবি
আমার পৃথিবী কী কোনওদিন ওদের মতো হবে

BANGLADARSHAN.COM

যারা ভুলপথে যাবে

শুধু একা নয়
আরো কেউ কেউ যদি সঙ্গে থাকে
তখন খানিকটা সাহস বাড়ে
নির্ভরতা নিয়ে আরো দূরে যাওয়া যায়
মনে হয়
যারা ভুলপথে গিয়েছে
তাদেরও ডেকে বলি
যে পথে যাচ্ছো চলে
সে পথ তোমার নয়
একমাত্র অতীশই জেনেছে
এই পথ
অন্য আলোয় হবে দ্যুতিময়

BANGLADARSHAN.COM

এখনো অপেক্ষা করে আছি
সামান্য অভয় যদি দিতে পারি
যদি পারি নির্ভরতা দিতে
তখন এক মুগ্ধ কলরোলে
ভরে উঠবে অনন্ত প্রবাহ
মানুষের ঢল নামবে
একজন দু'জন করে অবিরত সংখ্যাহীন

একটি তারার আলো

আমার খোঁজার কথা কোনোদিন কাউকে বলাও যাবে না
খুঁজতে খুঁজতে এতদূর চলে এসেছি
যেখানে পৃথিবীর গাঢ় আলো কমে গিয়ে
সন্ধ্যাকে জড়িয়ে বুকে নেমে আসছে ধীরে
আমি তেমন স্বস্তির কথা ভেবে
এখনও একের পর এক ঘটনার পরিক্রমা দেখি

অন্ধকার যতক্ষণ ঘনিয়ে থাকে
বিশাল মাঠের পিছনে দাঁড়ালে মনে হয়
যেন এক উদ্বেল সমুদ্র সব গুঞ্জরণ স্তব্ধ করে
উপোসি বিড়ালের মতো শ্লথ পায়ে
আমার দিকে চলে আসছে

নিস্পন্দ গাছগুলি ক্রমশ অন্ধকার থেকে রাত্রিতে ডুবে যায়
জেগে থাকে অসংখ্য তারা
এক একটি ছবি দ্রুত পালটে গেলে
হয়তো একটি তারার আলো অনশ্বর থেকে
একদিন দূরের আকাশে আর থাকবে না

BANGLADARSHAN.COM

যে দূরত্বে সে আছে

এখনো তেমনভাবে আমাদের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসা তৈরী হয়নি
যা কিছু নিয়ম তার কাছে দুজনেই একাত্ম থেকেছি
থেকেছি প্রবল আনন্দে
চৌকাঠের যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছো তুমি ঠিক তার পিছনেই
আমাদের দুজনের সীমারেখা
যেন উদ্ভাসিত আর এক সীমায়

একটি পাখির ডাকে মনে হল এইবার তবে ভোর হয়ে আসছে
প্রথম আলোর রেখার ভিতরে
আমাদের জীবনের আর এক সকালের জন্য
আমারই শিকড়ে বাকলে সজীব হয়ে আছি
তুমি এখনই জেগে উঠতে পার অথবা
সামান্য নড়ে চড়ে আবার সবল স্পর্শ
পেতে চাও

BANGLADARSHAN.COM

তখনই ব্যবধান এসে দুজনের মাঝখানে শোয়
চুপচাপ দেখতে থাকে টুকরো ছায়াছবি
যেন সময় ফুরোলে
আবার সব কিছু পালটিয়ে কয়েক মুহূর্তেই তুমি
জীবনের ছায়াকে জড়িয়ে নাও
অনন্ত মুহূর্তে এমন স্বপ্নই দুজনের চোখ ছুঁয়ে যায়
ভেসে ওঠে টাল খাওয়া প্রশ্নচিহ্ন
দুজনের ভিতরেই অসীম দেয়াল ভাঙে সময় করাতে
যার ভিতর দিয়ে
আমাদের কথাগুলি বিজ্ঞাপিত হয়
যে কথা আমরা দুজনেই কবে জেনে গেছি

আর এক জন্ম

আমি বাগানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি মাটি ভেদ করে বীজ ফেটে
একটা নতুন পাতা বাঁকানো শরীরকে ক্রমশ
সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে চাইছে আমাকে মুক্ত করো
আমি কোলাহলের বাইরে থেকে আমার
সুস্থতা আরোগ্যের সীমা পার হয়ে যেতে চাইছি
এইভাবে আমার জেগে ওঠা কেউ কেউ সহ্য করতে পারবে না
আমার সবুজ রঙ যেন ছবি হয়ে আকাশে খেলা করছে
আমার স্নায়ুর ভিতরে যেন উৎসবের উল্লাস
আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে এক বীভৎস উলঙ্গ ঘাতক
আমার চারদিকে শুধু বিপর্যয়ের ঘূর্ণি যেন ঘনিয়ে আসা অন্ধকার

এসবই আমার আবিষ্কার যেন সারা বছরের পাড়াবেড়ানো
আমাকে এভাবেই জাগতে দাও
আমি অলৌকিক এক ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে আছি
দেখতে পাচ্ছি হাওয়ায় আমার মতো
ধানের শিষ দোল খেতে খেতে আমারই বুকের ওপর
বিজয়ীর মতো মাথা রেখে আলিঙ্গন করছে
আমি মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি
মনে পড়ছে বীজের অন্ধকারের দিনগুলি
আর প্রতি পদক্ষেপে যেন খুলে যাচ্ছে
নতুন পাতার বিস্ময়
আমি বলতে পারবো
আমি এসেছি
এবার তোমরা সবাই আমাকে গ্রহণ করো

BANGLADARSHAN.COM

হয়তো ভুল ভেঙে যাবে

সব কিছু বুঝে নেওয়ার আগে
আরও একটু সহজ হতে চাই
দুঃখের অনন্ত থেকে
প্রতিদিন যেটুকু আহরণ
সে তো অনেক
কিছু ভেবে থাকলে
এলোমেলো সহজ কথারা
বড়ো সন্দিহান হয়ে
জুড়ে বসে

শুধু বুঝে নেওয়া
বুঝে নিতে নিতে
সম্পূর্ণ উন্মোচন হতে পারে
তখন ভেবো না
দীর্ঘপথ পার হতে গিয়ে
নিশ্চয়তা
সে বড়ো কঠিন মনে হবে

হয়তো ভুল যাবে ভেঙে
নিস্পৃহ থেকে যে জীবন এখনো অটুট
সে জীবনের ভার বুকে নিয়ে
কীভাবে সহজ হওয়া যাবে

BANGLADARSHAN.COM

এই রাস্তায় কে আসবে

এখন কীভাবে কোথায় কখন থামবে
তুমি জানো না

কীভাবে কার কার কাছাকাছি হবে জানো না
সহজভাবে কাউকে কিছু বলতে পারলে
তুমিও একটু হালকা হতে
যদি ক্ষয় এসে গ্রাস করতে চায়
যদি এক পলকের সময়ে কোন বিপর্যয় এসে পড়ে
তুমি তখন নির্বিকার কথাহীন সঙ্গীহীন হয়ে
যে কোন পতনে গা ভাসিয়ে দেবে
যা কিছু সাবেকি
তাও পিছনে রইল পড়ে
একদিন সর্বস্ব যাদের দিয়েছিলে তাদের খবরও
তুমি জানো না

BANGLADARSHAN.COM

একটা চিঠি আসবে ভেবে
সব কিছু আঁকড়ে পড়ে আছ
এই রাস্তা দিয়েই দুধের গাড়ি যায়
খবরের কাগজওলা আসে
রুটিওলা আসে সাইকেল চালিয়ে
সকাল দুপুর বিকেল গড়িয়ে যায়
এই রাস্তায় কী একজন পিয়ন আসবে
তুমি জানো না

আসমানের বীজ ফাটে

কাউকে ভালো লাগা বা মন্দলাগা সেসব
স্রোতের আবহ থেকে তৈরী হয় নাকি
আবহের আর একটি সময় যেন আবহমান
কেউ কি কোনোদিন তাকে সেভাবেই
ভুল ভেবেছিল
তোমার সন্দিগ্ধ ভালোটালো নিয়ে আমার কেন
ভ্রূক্ষেপ নেই

যে স্বপ্ন স্পর্ধিত হতে হতে
ভেঙে চুরচুর হয়
তেমন স্বপ্নের গায়ে বসিয়ে দেবো
ফণিমনসার কাঁটা
চুইয়ে পড়বে রক্ত আর বারবার একটি শুশ্রূষা
তোমাকেই ছিন্ন করে দেবে
BANGLADARSHAN.COM
শরীর জড়িয়ে আছে যেন শীতের সান্ধ্য লঘুক্রিয়া
এলেবেলে নয় তবু সঙ্গ পেতে
প্রবল আগ্রহী হয়ে
যখনই বাড়াই হাত
আশমানের বীজ ফেটে যায়
ঝরে পড়ে তারাদের অসংখ্য দ্যুতি
তার থেকে দু'একটি আলো তুলে নিয়ে ভাবি
ভালো লাগা মন্দ লাগা সেসব
মনের আবহ তৈরী করে নাকি

সামান্য কামিনী ফুল

অন্যজীবনের দিকে চেয়েছি বলে তোমরা সবাই আমায় বকলে
অথচ আমি তো তোমাদেরই মতো অতি সাধারণ একজন
বাইরের যেটুকু সে আমার সামান্য আবরণ যাকে সবাই দেখে
সবাই অবাক হয়ে কখনো আমার দিকে চায়
ভাবে ছেলেটা তো ছিল আর অন্য সবার মতো
এখন সে কেন সবার চোখের আড়ালে চলে যেতে চায়
দেখে অন্য এক জীবনের ছবি

একদিন এভাবেই তার সঙ্গে পথে দেখা হল
একটু আগেই বৃষ্টি হয়েছে খুব তাই জল জমে পথের এধারে ওধারে
তারই মধ্যে লাফিয়ে পা ফেলে ফেলে সাবধানী
হয়ে উঠে এল ফুটপাথে
পাশেই সদ্য বড়ো হওয়া কামিনী গাছ থেকে ঝরেছে অনেক ফুল
তারই কয়েকটি সে তুলে নিল হাতে
তারপর ইতস্তত এদিকে ওদিকে চেয়ে একটু বদল হবে ভেবে
একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই
আমার কুড়িয়ে নেওয়া ফুলগুলি তাকেই দিলাম

BANGLADARSHAN.COM

পালাবদল

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটিকে
আমি রোজ দেখি
আমার উল্টোদিকের টেবিলে পারচেজ সেকশনে সে বসে
দিন পনের হল এই অফিসে
অনেক বৃষ্টির পর রোদ উঠলে পৃথিবীর মুখ যেমন
চালধোয়া জলের মতো অস্বচ্ছতা পায়
মেয়েটির মুখটিও তেমনই বিষাদ মায়া জড়ানো
প্রতিমার মতো মনে হয়
মনে হয় তাকে ডেকে বলি
তোমার সঙ্গে বহুবার কথা হবে
অথবা সামান্য দু'একটি কথার পর পাশাপাশি কেউ
করিডোর পার হলে
মনে মনে একটু নিমগ্ন চোখ নিয়ে বলতেই পারি
কথা আছে কথা ছিল
এই প্রবাহিত প্রাণে একটা কিছু শুরু হয়ে গেছে

তোমার টেবিলের কাছাকাছি যাওয়ায়
আমর কোন ভূমিকা নেই
মাথার ওপর পাখার তুমুল হাওয়া
উড়ে যাওয়া পাতার খসখস
পেপারওয়েটের মৃদু শব্দ
ব্যস্ততায় ঠোঁট কামড়ে আলপিন গেঁথে দেওয়া
অথবা ব্যস্ততার ভঙ্গীতে উঠে পড়া
অস্ফুট গুঞ্জনের ভিতরেও বড়বাবু ডেকে বলেন
সব কথা বুঝে নিল
এসব ভুল একদম হতো না
অথচ এমন সামান্য ভুলে কত কিছু বদলে যেতে পারে

BANGLADARSHAN.COM

আশ্চর্য মুহূর্তে

আমার ঘরের চাবি ভয়ে কখনো আমি
নিজের কাছে রাখি না
যদি জিজ্ঞেস করো তবে কোনো অছিলায় তা আমি
এড়িয়ে যাবো
বাইরের বৃষ্টিপাত দেখে
এমন হয়েছে কতবার

তর্কটা তুমিই তুলেছিলে তাই সারাক্ষণ একটিও কথা বলিনি
আমার মনের ভিতরে এখনো অনিদ্রা ছেয়ে আছে
তবুও তোমার প্রশ্ন শুনে খেলাঘরের
কয়েকটি আশ্চর্য স্মৃতি মুহূর্তে সব উসকে দিল

অথচ তারই জন্যে আমি
এ চাবিটি হারাবার ভয়ে তোমার হাতে তুলে দিয়ে ভাবি
তুমিও কী বোকা মেয়ে
স্তব্ধতার গুঞ্জন শুনবে বলে চাবিটিও
হাত থেকে ফেলে দিলে

BANGLADARSHAN.COM

আজো এক টান আছে

আজো এক টান আছে
তাই এখনো কত কিছু জানতে ইচ্ছে করে
এত কী কঠিন সব যাকে সমাধানে আনা যায়
তাকেও অনেক দূরে কেউ টানে
ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনোখানে

এ জীবন মায়াময়
তাই দু'হাতে সরিয়ে সব দূরে যাবো চলে
তেমন হবার নয়
তাই চুপচাপ থাকি
নিজেকে আড়ালে রাখি ঢেকে বল্কলে
কোথাও পারি না যেতে
যত দায়ভার এসে যায়
সব যেন আমারও ওপর
চেপে বসে
অভ্রান্ত কঠিন মনে হলে
পারি না নামাতে

BANGLADARSHAN.COM

যে কোনো একটা তাস

এতক্ষণ রাত জাগার পর আমার ঘুম পাচ্ছে
মনে হচ্ছে আমি যেন ক্রমশ
ঘুমের বশ হয়ে পড়ছি
ঘুমকে নিয়ে আমি কতো খেলা খেলেছি
ছুটে বেড়িয়েছি অনেকদূর
রিলে রেসের মতো অনেকের সঙ্গে
ঘুমকে আমার চোখ থেকে অন্য কারও
চোখে দিতে চেয়েছি
যারা আমার কান্ড দেখে হো হো করে হেসেছিল
তারা সবাই এখন সামান্য ঘুমের জন্য
আমার চোখের সামনে বসে আছে
আবার মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে
সারা ঘরময় পায়চারি করছে
আমিও তেমন
কিছুতেই তাদের কাছে ধরা দেবো না
ঘুমের সবগুলো তাস এখন আমারই হাতে
এতক্ষণ রাতজাগার পর
কোনও শব্দই আর শুনতে চাই না
এখন যে কোনো একটা তাস আমাকেও বশ করতে পারে

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের মেলামেশা

খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে প্রাণ
আর এই প্রাণের ভিতরে যে স্পর্শ আছে
তার কাছে একদিন আমাদের মুখোমুখি হতে হবে
যেন কিছু কথা বলার জন্যে
আমরাই এসেছি কাছাকাছি
সবাই তো এভাবে ভাবে না
মনে মনে এক অদৃশ্য আড়াল রেখে ভাবে
আমাদের মেলামেশা কী পরিষ্কার হলো
বাতাস বয়ে যাওয়ার ভিতর দিয়ে আমরা
এক চঞ্চলতা অনুভব করলাম
বুঝতে পারি এই মুহূর্তে যদি কোনো সমুদ্রতীরে
এসে নিশ্চুপ দাঁড়াতাম
শুনতে পেতাম ফিসফাস শব্দে আমাদের
হৃদয় যেন কথা বলছে
প্রাণের অস্পষ্ট কথা
আমরা শুনতে পাচ্ছি

শুনতে শুনতে যে পৃথিবী চোখের সামনে জেগে উঠছে
তাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে গেলেই
পিছনে কার অস্ফুট স্বর সম্বিত ফিরিয়ে দেয়

তাহলে আমরা বেঁচে আছি
বেঁচে থাকার ভিতর দিয়েই প্রাণের অনুচ্চার কিছু কথা
আবার নতুন করে শুরু করতে চাই

BANGLADARSHAN.COM

পরিবর্তন

বন্ধুকে বলি বন্ধুর মতো হও
সব কিছু স্পষ্ট করে বলো
অথবা আর একটু সহজ হতে
নিজেকে পালটে নিতে পারো
মানুষজনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিলেও
তোমাকে আমি ঠিক
খুঁজে নিতে পারবো

আমার হাতে রঙিন ফানুস আছে
ইচ্ছে মতো আমি বাতাসে উড়িয়ে দিই
সময়কে দু'হাতে আটকে রাখতে রাখতে
আমার একজীবন শেষ হতে থাকে

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুকে বলি বন্ধুর মতো হও
সব ঠিকঠাক চলতে থাকলে
সব ভাঙাও তো আমরা জুড়ে দিতে পারি

যারা আমাকে চেনে

যারা কোনদিন তেমন করে আমাকে দেখেনি
তারাও কেউ কেউ এখন
কাছ এসে কথা বলতে চায়
তারা এটা বোঝে
অন্য অনেকের চেয়ে আমি আলাদা
কিছুটা শ্রেণীমুক্ত
আর মুখোসবিহীন

আমি তো এ পৃথিবীকে
নির্মাণে জানতে চেয়েছি
অন্ধকার সরে গিয়ে শুরুর সকাল থেকে
আমার দিন শুরু হয়
যারা আমার যাওয়ার পথ থেকে
সম্ভ্রমে দাঁড়াত সরে
তারা জানে
কোনদিকে যেতে চাই
কোথায় বিশাল প্রান্তর শেষ হলে
সামনে এগোবার রাস্তা দেখা যাবে

যারা আমাকে চেনে
আমার চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করে
বেড়ে ওঠে
তাদের আস্তিনের নীচে লুকনো তীক্ষ্ণফলা
একদিন হয়তো
রক্তে ভাসিয়ে দেবে

BANGLADARSHAN.COM

শব্দ শুনতে পাই

ভুলে যাওয়া সোজা নয়
যখন যেখানে থাকি
যেদিকে যাই
বারবার উল্টে-পাল্টে নিজেকেই দেখি
আর ভাবি
জীবনের সামান্য বেঁচে থাকার সময়ে
আমার ওপরে কার এত মায়া

সামনে আমার বাঁক পেরুনো অনেক রাস্তা
সেখান থেকেই একেকদিন
সহজভাবে হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে গেলাম
পার্ক হাইস্কুল লোচনঠাকুরের আখড়া
সবাই আমাকে দেখে চিনতে পারল
এতো সেই নেড়াদেউলের তপনকুমার
একেক রাত্রি যাত্রাপালায় যে
ঘুম কেড়ে নিত
মাথা নাড়াতে নাড়াতে
হাততালি কুড়োতে কুড়োতে
সারা মঞ্চ ঘুরে বেড়াত

ভুলে যাওয়া এত সহজ নয়
নিজেরই বুকের ভিতর
এখনো সেই আনন্দ রহস্যের
শব্দ শুনতে পাই

BANGLADARSHAN.COM

সে যদি না আসে

কাল যাকে আসতে বলেছি
সে যদি না আসে তবে
আমি বেঁচে যাই

এখন আমার পাথর ভাঙার গান
গাইতে ইচ্ছে করছে
তার কথা কোন তরুণ কবি লিখতে পারেন
সুর দিতে পারে বেদনার বুক
আমার গান একদিন ভবিতব্যের দেয়াল
পেরিয়ে যাবে

এতসব বুঝেও আমিও ভুল করলাম
কাউকে দোষ দেবার কথা ভাবি না
যাকে আসতে বলেছি
তার দিবস-যাপন ক্রমে ফিকে হয়েছে
সে এক বিশাল বাড়ির মধ্যে ঢুকে
একদিন সব জানলা দরজা খুলে দিয়েছিল
আর তার সব অপরাধবোধ
উড়িয়ে দিয়েছিল হাওয়ায়

সে যদি আজ না আসে তবে বেঁচে যাই

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের পাথর সরিয়ে

দুদিনেই বুঝে গেছি
শরীরে অবসাদে অজস্র ফাটল
জীবনের পাথর সরিয়ে সরিয়ে একদিন দেখি
এসব ফাটলেও
নতুন চারার উদ্‌গম
ফাটল চিরে মাথা তুলে
বাতাসেও আন্দোলিত হয়
আমার ভেতরও কত অনাবেগ
অথবা অভিমানী
এ বয়সে যতটা মানায়

অধীনতা সয়ে
বেঁচে থাকার কী মানে
কেন উৎসরণে থাকবে অমায়িক কথা
ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের
শব্দ শুনতে শুনতে
টলে যাই
অনেকের আন্দোলন ও সমারোহে
সংবাদের মুহূর্ত তৈরী হলে
দিনান্তের প্রবল মুহূর্ত
আমাকেই বেঁচে থাকার
লোভ দেখায়

BANGLADARSHAN.COM

নদীকে সঙ্গে নিয়ে

যদি ধূলিঝড় সঙ্গে নিয়ে আমি হাঁটতে থাকি
তবে এক আকাশ মেঘের কী প্রয়োজন
সামান্য এইরকম সংলাপ শুনে
কেউ কেউ বলে উঠল হবে না হবে না
দৃশ্যটি একদম ফ্লপ করবে

যদি নদীকে সঙ্গে নিয়ে আমি হাঁটতে থাকি
তবে প্রবহমান ধারায় ভাসতে ভাসতে যেতে পারি
মজার এইরকম বাক্য শুনে
অনেকেই বলে উঠল
নিশ্চয়ই একটা কালো বেড়াল
দেয়াল টপকেছে

BANGLADARSHAN.COM

এমনই সব ভাবনা নিয়ে আমরা ত্রিবেনী
পেরিয়ে গেলাম।

এখন আমার মনে হচ্ছে আমরাও আমাদের
সময়কে সঙ্গে নিয়ে দিব্যি বেঁচে বর্তে আছি

প্রকৃতির খেলা এভাবেই চলতে থাকুক

সবার মঙ্গল চাই

(কবি অপূর্ব দত্ত-কে)

সবার মঙ্গল কামনায় যেন নিয়োজিত থাকতে পারি

এতদিন সবার সঙ্গে এক আনন্দসখ্যে মেতে ছিলাম
আজ ভাবি এরা কারা
কেনই বা এখন সব নিস্ফলতা দূরে সরিয়ে
ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকি

পায়ের নিচে গড়ানো সরষে আর মনের গভীরে
উড়ে যাওয়া একটি উজ্জ্বল প্রজাপতি
যেন মহতী ভাবনায় ডানা মেলে
সরিয়ে রাখবে কোনো অশনি সংকেত

ভালো তো রয়েছি তবু অবাধ বন্ধুত্বের
কাঁধে হাত রেখে
আমি চেয়ে দেখি
অনুভব করি যেন কোনো
প্রেত কবন্ধের ছায়া আমাকে ঘিরে ধরে নাচে
চিরসুন্দরের অর্থবহ গানের কলি মনে পড়ে
দূরে যায় আগ্রাসী তিমির
অবোধ স্বভাব নিয়ে যার কাঁধে হাত রাখি
সেও সন্দেহে দেখে
ছোটো ছোটো সংবর্তে যেন স্পন্দিত হই
ভাবি মঙ্গলকামনার মতো এখন আমার আর কোনো ভাবনা নেই

BANGLADARSHAN.COM

গোপনকথা

১

এখন কেন অন্ধকারে একলা আছো দাঁড়িয়ে
কার অপেক্ষায় কার অপেক্ষায় এমন দিনে
উঠলো হাওয়া তোমার বুকে সোপান তাপে
কী লাভ হবে নিজেই যখন প্রপাত ভুলে
ছড়িয়ে গেলে ডানা খুলে গোপন দিকে
নামহীন এই স্বপ্ন যেন হীরের মতো
দুলতে থাকে
বুকে তোমার গোপন সুধা পুরনো এক মদের
মতো টানছে কাছে নেশার ঘোরে অন্যমনে

২

বীজের উদ্‌গম দেখতে দেখতে
ছোট বালিকাটিও কিশোরী হয়ে উঠলো
ধীরে ধীরে পাতায় পাতায় গাছটিও
পল্লবিত হতেই
একটি মেয়ে তার সারা বুক জুড়ে
গভীর অন্ধকারের স্বাদ পেলো

৩

করমচার বন
সেখানে কোনো গোপন কথা ছিল
গোপনতার আড়ালে এক ছিন্ন অমরতা
ডাকে আর ক্রমশ টানে
কলমির ঝোপে
আমি কোনদিকে যাবো
কোন পথে
করমচার ফুলে ফুলে কীসের আলাপ

BANGLADARSHAN.COM

মন্ত্র

(কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল-কে)

শুধু মন্ত্রে কিছু হয় না
মন্ত্র নিলেই এ জীবন দীক্ষাময় হবে
এমন শুভবার্তা
কেউ কী সেভাবে দিতে পারে
জীবন কঠিন হবে
শিকড়ে জেগে উঠবে ঘনিষ্ঠ মায়াটান
রাজার আসন যাবে টলে
তবু করজোড়
প্রার্থনায় বুজে থাকা চোখ দুটি
খুঁজে নেবে জীবন সন্ধান

কেউ কেউ রাজা হতে চায়
কেউ কেউ অন্তহীন জীবন জটিলে ডুবে থাকে
কেউ কেউ মন উচাটন কথা চায়
ভাবে এ জীবনে অনেক হল দেখা
বুকের গভীরে আছে
এক ঘোরের সন্ন্যাসী
যাকে সামনে রেখে ভালো ও মন্দের
হিসেব করতে করতে জীবন
কেটে যায়

শুধু মন্ত্রে কিছু হয় না তবে
নিষ্ঠার উচ্চারণে শুদ্ধতার দ্যুতিমান আলো দেখা যায়

BANGLADARSHAN.COM

শান্তিনিকেতনের রাঙা মাটি

এক একসময় মনে হয় তারই জন্যে আমি
তারই জন্যে আমার আচার ব্যবহার
আমার মনের কুসুম আমার কথা
আমার জীবন ও পৃথিবী
যেন শান্তিনিকেতনের রাঙা
মাটি থেকে উঠে আসে
পাতা খসে পড়ে বাতাসে
কী নীরব
কী অমলিন তার ধূসর রঙ

সকালের অস্পষ্ট কুয়াশায়
তিনি হাঁটতে বেরিয়েছেন
এসে বসেছেন শালবীথির তলে
অসমাপ্ত যেটুকু সেই চোখের বালি
আজ শেষ করতেই হবে
আমাকে দেখে হাত নাড়লেন
এই ডাকে যেন শরীরে রোমাঞ্চ বেড়ে গেল
মনে হল তারই জন্যে আমি
তার কাছেই তবে আজ আমার প্রথম পাঠ

BANGLADARSHAN.COM

সরে যাও

সরে যাওয়া ভালো
তাই সরতে সরতে যাবো কী পড়ে
অথচ এখন তো এসব ভাবার নয়
ভাবতে ভাবতে শুধু
সময়কে শেষ করা
শেষ করতে করতে আর একটু সরো

এবার থামতে পারো
থামাই ভালো
তাহলে দুর্ভাবনার দিন শেষ হতে পারে
কেউ পেছন থেকে ডাকলে
পিছন ফিরবে কিন্তু সাবধানে
প্রথমে ডান দিক
তারপর বাম দিক
আবার ডান দিক চেয়ে
রাস্তা পেরিয়ে
কাছে চলে এসো

সবুজ আলোর চোখ নিভে গেল
এবার সরো সরতে সরতে
রাস্তা পেরিয়ে তুমি
সামনে তাকাও

BANGLADARSHAN.COM

অথচ অন্তরে দীর্ণ

বিষয়ের কাছে যেতে যেতে
ডিক্‌শনারির পাতা উল্টে যাই

ইঁদারার গভীরে যে জল
সেখানে অকারণ প্রবহমানতা নেই

যামিনী বোঝে নির্জনতা কাকে বলে
আকাশে অকারণ তারা কেন খসে

প্রতিটি অপরিচয়ের ভিতরে একজন কেউ
যে সহাস্য অথচ অন্তরে দীর্ণ

একটা গার্হস্থ্য ভাবতে ভাবতে স্তব্ধ ঘড়ির
সময় যেন আর্দ্র হয়ে ওঠে

বোঝা যায় যতটুকু জানতে চাই
তার ভেতরের পাতায় এসব পাওয়া যাবে না

BANGLADARSHAN.COM

তাকে দেখি না

মাঝে মাঝে তাকে দূর থেকে দেখি
তার আধময়লা চেহারা
ক্ষয়াটে চোখে এক দ্যুতিময় আলো
খেলা করছে
হাত নেড়ে আঙুল নেড়ে
শূন্যে অনেক দাগ কাটছে
একের পর এক একের পর এক

অনেকদিন তাকে আর দেখছি না
হয়ত আমার কোনো সাড়া না পেয়ে
সে জায়গা বদল করেছে
ঘুরছে এক ভিন্ন পাড়ায়

আমি নিজের কথা ভাবি
যদি একদিন সময় করে
তার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম

BANGLADARSHAN.COM

ভেবেছিলাম

১

ভেবেছিলাম এভাবেই হয়তো চেয়েছি
তোমার শরীর স্পর্শ করে
খুব ভয়ে ভয়ে যেন
তৃষ্ণার গভীর থেকে তুলে নিচ্ছি
আর হাত এসে থেমে গেল
তোমার নাভির কাছে

আঙুলে লেগে থাকা এক সুগন্ধ
হয়তো বা স্নানের সাবান
জাগিয়ে রাখবে রাত্রি
অন্ধকারে সহবাসে

BANGLADARSHAN.COM

২

আর কিছু নয়
যা করি তা সয়
যদি কথা রাখি
যেন বেঁচে থাকি

বৃষ্টি এলো জমে
গোপন নিয়মে
বাড়ি পৌঁছে গিয়ে
ভাবি সব দিয়ে
সবটুকু নিয়ে

আমাদের দূরত্ব

তুমি আমায় অনুসরণ করতে পারো
আমার সঙ্গে হাঁটতে তোমার ভালোই লাগবে
এই কথাটা সত্যি জেনো
চলতে চলতে হঠাৎ আমি থামবো যখন
তুমিও তখন থেমো
তা না হলে সবাই ভাববে হয়তো কোনো ঝগড়াঝাটি
এমন এক দূরত্বে এনে দাঁড় করালো

হাঁটতে হাঁটতে কোন আড়ালে যাচ্ছি চলে
রোদ পড়েছে বি বা দী বাগে ধুলো মেখে
এর ভেতরে গল্প আছে অনেকদিনের
আত্মরতির কথার খেলা
ভীষণরকম উষ্ণ আর স্বপ্ন দেখা কয়েকটি দিন
তা না হলে সবাই ভাববে এতই যখন মেলামেশা
তখন এতো লজ্জা কীসের

BANGLADARSHAN.COM

কালপুরুষ

জ্যোৎস্না রাতে কোনো কোনো দিন
একা ছাদে এসে
মাথার ওপরে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে থাকি
অসংখ্য তারার মধ্যে আমি
কালপুরুষকে খুঁজে নিই
একা নির্ভীক
লক্ষ্যে একেবারে অমোঘ

কিছু জানব বলেই
জ্যোৎস্না রাতে একা একা
ছাদে এসে দাঁড়াই
আকাশের আরও অনন্ত সীমা থেকে
আমার পূর্বপুরুষেরা যেন
আমাকেই দেখছেন
আমার শরীর বেয়ে
এক রাশ ফুল ঝরে পড়ল
এ কী কোনো অলৌকিক আশীর্বাদ

কোনো কোনো দিন
ছাদে এসে দেখি আকাশে ঘনিয়ে মেঘ
চাঁদ মেঘের বন্ধ দরজার আড়ালে রয়েছে
চারদিকে গভীর অন্ধকার
কেউ যেন আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল
একা একা এভাবে এসো না
জ্যোৎস্না থাকলেই কালপুরুষ থাকে না

BANGLADARSHAN.COM

দেবশিশু

পৃথিবীতে যে সব শিশুদের মুখ রোজ দেখি
প্রতিটি মুখই কত কথা বলতে চায়
এক একটি মুখ এক এক রকম চোখে ভিন্ন ভাষায় ফুটে ওঠে
চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে কত রঙের আলো
বোঝা যায় চোখের গভীরে এক ভিন্ন কাহিনি
জমাট বেঁধে আছে

প্রতিটি মুখে মাঝে মাঝে অনন্ত সমারোহ তৈরি হয়
শিশুদের কথাগুলি কখনই আবোল তাবোল নয়
তারাও প্রিয়জন খুঁজে নেয় প্রিয় মুখ দেখে
ভিতরের ইতস্তত ইচ্ছেরা মায়াসন্ধ্যা জানে
একদিন এরাও নিজের মতো ভেবে
আমার হাতে পারে অথবা অন্য কোনো প্রিয় মানুষের

BANGLADARSHAN.COM

নিঃসঙ্গ যারা তারাও কখনও কী আড়ালে থাকবে
একটা সময় প্রিয় মুখ প্রিয় চোখ দেখে কাছেও টানবে

ঘুম আসে না

ঘুম পেলে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারি না
তখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়ি
অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করি তবু
ঘুম আসে না
জানালার বাইরে অন্ধকারে কে যেন
এসে দাঁড়িয়েছে
আমি চোখ মেলে চেয়ে থাকি
চেষ্টা করি তাকে সম্পূর্ণ দেখার
মাঝে মাঝে সেই আবছা ছায়ামূর্তি দেখে মনে হয়
যেন কতদিনের চেনা
চেনা পৃথিবীতে হঠাৎ কী জানালার ধারে
কেউ এসে দাঁড়িয়েছে
এখনো ঘুম আসছে না কেন
আমার মতো কত মানুষ এভাবে ঘুমোতে না পেরে
হয়তো জেগে আছে

BANGLADARSHAN.COM

তুই

সব ব্যাপারেই তোর গা জোয়ারি
কোন স্পষ্ট কথা বলার মতো সাহস নেই
সবাই যখন সমঝোতা চাইছে
সবাই যখন কটূকথা ভিতরে লুকিয়ে রাখছে
সবাই যখন চেনা ধাঁচে চলতে চাইছে
কেবল তুই তখন বারফট্টাই করে
সব কিছু পালটে দিতে চাইছিস

সেই যে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলি
নিজের দোষগুলোকে দুহাতে সরিয়ে ভেবেছিলি
আমাকে আর পায় কে
জলের ডোবার ব্যাঙাচি নাকি
যেমন তেমন খাসতালুকে আস্তানা থাকবে

BANGLADARSHAN.COM

এখন তোর পাল্লাভারি
তোর চোখে ইলিশ ঝিলিক
এখন তোকে রোখা দায়

মায়াশূন্য হয়ে যায়

যারা প্রতিদিন সময়ের দিকে চেয়ে থাকে
তারাও একদিন জীবনের প্রতি
মায়াশূন্য হয়ে যায়
যত ভাবে
কোনো না কোনো ভাবে
কানাগলি পেরিয়েই যাবে
ততই
শরীরে যেন
অঙ্কুশ বিঁধে যায়

যারা প্রতিদিন সময়ের দিকে চেয়ে থাকে
ভেবে বসে
বড়ো ও ছোটোর মধ্যে
কীভাবে বিভাজন হতে পারে
রহস্যের গূঢ় কথা কে-ই বা জানাবে তাদের
দুইয়ের মধ্যে
অপেক্ষাকৃত বড়োর দিকে যদি
সরে যায়
লোকের আঙুল
তখন ক্রমশ
বালির দলদলে বসে যায় পা
শুধু চোখ দুটি মায়াশূন্য সময়ের
খোঁজ করে জেগে থাকে

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥